ভাষা অধ্যয়নে চমস্কির নতুন দিগন্ত অনুসন্ধান : সম্ভাবনা ও বাস্তবতা

মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান*

[সারসংক্ষেপ : ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে আব্রাহাম নোয়াম চমস্কির *Syntactic Structures* গ্রন্থটি প্রকাশের পর ভাষাচিন্তা ও চর্চার জগৎটি ব্যাপকভাবে আলোড়িত হয়। পূর্বেকার নানা চিন্তা ও তত্ত্ব-পদ্ধতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে আব্রাহাম নোয়াম চমস্কি ভাষার বিভিন্ন উপাদানের সৃষ্টি ও রূপান্তরের অপার সম্ভাবনার কথা বললেন। জানালেন রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের কথা। তবে এই ঈর্ষণীয় খ্যাতির উদ্‌যাপনে চমস্কীয় ভাবনা গণ্ডিবদ্ধ হয়ে পড়েনি। সংশোধন-পরিমার্জন এবং রূপান্তরের ধারায় চমস্কীয় মননের আলো পড়েছে আন্তঃশৃঙ্খলার নানা ক্ষেত্রে। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি ২০০০ সালে রচনা করেন *New horizons in the Study of Language and Mind* নামক গ্রন্থ। কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন হিসেবে প্রকাশিত বইটির একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'New Horizons in the Study of Language'। প্রাথমিক পর্বের ভাষা আলোচনায় চমস্কি যে নীতি ও উপনীতি তুলে ধরেছিলেন, এ প্রবন্ধে দেখা যায়, অনেকক্ষেত্রেই তা থেকে তিনি সরে এসেছেন এবং উপস্থাপন করেছেন নতবতর ধারণা ও নীতি। প্রবন্ধটিতে ভাষাচর্চায় যে নতুন দিগন্তের সন্ধান মেলে, তাতে প্রকারান্তরে চমস্কীয় ভাষাবিজ্ঞান-ভাবনার নতুন দিগন্তের আভাস পাওয়া যায়। বর্তমান প্রবন্ধে এই 'নতুন দিগন্ত'-এর স্বরূপ ও সীমাবদ্ধতা অনুসন্ধানের প্রয়াস থাকবে।]

ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বে ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় চমস্কি একটি উচ্চারিত নাম। ১৯২৮ সালে তিনি আমেরিকার পেনসিলভানিয়া রাজ্যের ফিলাডেলফেলিয়া অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। গণিতশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা ও ভাষাবিজ্ঞান সহ অন্যান্য শৃঙ্খলায় তাঁর পাণ্ডিত্য প্রশংসার্হ। তাঁর শিক্ষাগুরু সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের প্রতিভূ হলেও তিনি এ ধারা থেকে বেরিয়ে ভাষাবিজ্ঞানের নতুন যুগের সূচনা করেন। 'পেনসিলভানিয়ায় তিনি শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের দুই দিকপাল জেলিগ হ্যারিস আর রোমান ইয়াকবসনকে। সংগঠনবাদী ভাষাবিজ্ঞানের সূতিকাগারে সংগঠনের প্রাধান্য হননকারী সঞ্জননবাদী ভাষাবিজ্ঞানের জন্ম (শিশির, ১৯৯৮ : ১৬)। ১৯৫৭ সালে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Syntactic Structures প্রকাশিত হয়। 'এ গ্রন্থে তিনি প্রচলিত সংগঠনবাদী (structuralism) ধারণার পরিবর্তে ভাষা ব্যাখ্যায় রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ধারণা প্রতিষ্ঠিত করেন' (বিনয়, ২০০৭ : ১)। 'চমস্কির আবির্ভাবের পূর্বে ভাষাতত্ত্ব ছিল বর্ণনামূলক, আবিষ্কার-প্রক্রিয়ার (discovery procedure) ওপর ভিত্তিশীল। এ প্রক্রিয়া সীমাবদ্ধ ছিল ভাষার অবয়ব বর্ণনায়, ঔপাদানিক বিশ্লেষণের মধ্যে (Robert, 1991 : 148–149)। কিন্তু চমস্কির আলোচনায় ভাষাবিজ্ঞানে নতুন ধারা সূচিত হয়। এরপর থেকেই চমস্কির ভাষাচর্চা বিশ্বে পরিচিতি পেতে থাকে। তাই বলা হয়ে থাকে 'The founding father of generative grammar, and still arguably the most

* সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

important figure in linguistics, is Noam Chomsky' (Riley, 2000 : 131)। ভাষার বাক্যই সর্বৈব শক্তির আধার এবং মানুষ বাক্য উচ্চারণ করে সংজ্ঞাপন কাজ সম্পন্ন করে থাকে। কাজেই পূর্বতন ব্যাকরণে ধ্বনি ও রূপমূল বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভাষা বিশ্লেষণের পদ্ধতিকে তিনি প্রত্যাখ্যান করে ভাষা বিশ্লেষণে বাক্যকেই সর্বাগ্রে গুরুত্বারোপ করলেন। এ গ্রন্থে অবশ্য ভাষার প্রায়োগিকতার প্রসঙ্গকে তিনি গুরুত্ব দেননি। ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে সমাজ, সংস্কৃতি ও মানবমনের অপরিহার্য ভূমিকাও গুরুত্ব পায়নি তেমনটা। তিনি কিছুদিনের মধ্যেই এসব প্রপঞ্চের কথা উপলব্ধি করলেন এবং তাঁর মত কিছুটা সংযোজন ও বিয়োজন করেন– *Aspect of the theory of Syntax, Current Issues in Linguistic theory, Language and Mind, Lectures on Government and Binding* প্রভৃতি গ্রন্থে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০০ সালে তিনি রচনা করেন– *New Horizons in the Study Of Language and Mind* গ্রন্থটি। এতে চমস্কির পূর্বের আলোচনার পাশাপাশি ভাষাবিজ্ঞানের নব দিগন্তের বাতায়ন উন্মুক্ত হয়েছে। এই গ্রন্থ সম্পর্কে প্রথিতযশা ভাষাবিজ্ঞানীগণ যতটা সম্যক ধারণা লাভ করেছেন সাধারণ শিক্ষার্থী ও ভাষাগবেষকগণ ততটা অবগত নন। তাই বর্তমান প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হলো এই বইয়ে অন্তর্ভুক্ত 'New Horizons in the Study Of Language' প্রবন্ধটি পাঠকের কাছে উপস্থাপন করা। ভাষা পর্যালোচনায় প্রবন্ধটির সারবত্তা অনুধাবন ও এর মাধ্যমে চমস্কির ভাষা ও ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কিত অধ্যয়নের বিশিষ্টতা বিশদভাবে তুলে ধরার প্রয়াস আছে আলোচ্য প্রবন্ধে।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য

ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় চমস্কির নতুন দিগন্তের উপস্থাপন ও এর যৌক্তিতার বিষয়টি তুলে ধরাই এ গবেষণার মূল লক্ষ্য। ভাষা ও ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে চমস্কির নতুন ধারণা উন্মোচনের প্রয়াসও থাকবে বর্তমান প্রবন্ধে।

৩. গবেষণার যৌক্তিকতা

চমস্কি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভাষাবিজ্ঞান আলোচনায় নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। 'New Horizons in the Study of Language' প্রবন্ধে তিনি পূর্বের ধারণা ও মত কিছুটা পরিবর্তন করে এ বিষয়ে নতুন দিগন্ত উন্মোচনের নির্দেশনা দিয়েছেন। এ বিষয়ে তেমন কোনো বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা পরিলক্ষিত হয় না। আলোচ্য গবেষণাকর্মের উদ্দেশ্য হলো চমস্কির নতুন ভাবনাগুলো উপস্থাপন ও তা পাঠকের কাছে তুলে ধরা। কাজেই এ গবেষণাকর্মের যৌক্তিকতা রয়েছে।

৪. গবেষণা পদ্ধতি

এটি বর্ণনামূলক গবেষণা। আলোচ্য রচনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই করা এই গবেষণাকর্মের মূল উদ্দেশ্য। গবেষণাকর্মটি সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য চমস্কির প্রবন্ধটি কেমন বার্তা প্রদান করেছে তা আলোচনার প্রয়াস রয়েছে। সংগত কারণে এই গবেষণায় গুণগত পদ্ধতির (qualitative method) আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

৫. উপাত্ত সংগ্রহের উৎস

গবেষণাকর্মটিতে দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে এ বিষয়ে প্রকাশিত বই, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও নিবন্ধ বেছে নেওয়া হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধ সম্পর্কিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধই মূল উপাত্ত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

৬. গবেষণা প্রশ্ন

এ গবেষণাকর্মের প্রশ্নসমূহ নিম্নরূপ–

ক. ভাষা অধ্যয়নে আলোচ্য প্রবন্ধে চমস্কির ধারণার স্বরূপ কী?
খ. এ প্রবন্ধে চমস্কির নতুন দিগন্তের আলোচ্য বিষয় কতটা কার্যকর?

৭. ভাষা অধ্যয়নের নতুন ধারণায় চমস্কির ভাবনা

৭.১ ধ্রুপদি ভাষা সম্পর্কিত মত : ধ্রুপদি ভাষা সম্পর্কে পদ্ধতিগত সংশ্রয় সংবলিত অধ্যয়ন অনেক পুরোনো। ভারত ও গ্রিসের ধ্রুপদি ভাষা আলোচনার সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। অন্য বিবেচনায়, ভাষা সংক্রান্ত চমস্কীয় আলোচনা বেশি দিনের নয়, তা খুবই নবীন, মাত্র চল্লিশ বছর আগের কথা। এ আলোচনায় প্রাচীন প্রথা ও চর্চা পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে এবং ভাষা গবেষণায় সংশ্লিষ্ট হয়েছে সৃষ্টিশীল অনুসন্ধান।

ভাষা সম্পর্কিত চিন্তা ভাবনা মানুষের দীর্ঘদিনের হলেও এ বিষয়ে এখনও স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়নি। 'ভাষার সুপ্রাচীন ইতিহাস আজো সুনিশ্চিত করে জানা যায়নি– যদিও পৃথিবীর গোলকের ইতিহাসের অনেকটাই অবশ্য জানা গেছে' (দানীউল, ১৯৯৪ : ৩)।

৭.২ ভাষা অনুষদ সংক্রান্ত আলোচনা : ভাষা নিয়ে মানুষের উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকবে এটাই স্বাভাবিক। মানুষের ভাষা অনুষদকে বলা হয়ে থাকে সত্যিকারের species property। এই বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিভেদে খুব কমই পরিলক্ষিত হয় এবং সর্বত্র সাদৃশ্যের বেশিষ্ট্যই বেশি। বিবর্তনের ইতিহাসে দেখা যায়, পশুপাখির সঙ্গে মানুষের বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য বেশি। তাই সতেরো ও আঠারো শতকে দার্শনিক কারটিসিয়ানের মত, মানুষের সাথে প্রাণীর কিংবা যন্ত্রের মূল পার্থক্য তৈরি হয় মানুষের চিহ্নসংবলিত ভাষার ব্যবহারে এবং মানুষের চিন্তা ও কল্পনায়।

৭.৩ ভাষা ও শারীরিক গঠন সংক্রান্ত আলোচনা : জৈবিক ও যোগাযোগের প্রয়োজনে মানব ভাষা সৃষ্টি হয়েছে। প্রাকৃতিক সংখ্যা ১, ২, ৩ এর সাহায্যে তা ব্যাখ্যা করা যায়। মানব শিশু জন্মের পর ভাষা শেখে না, ভাষা অর্জন করে এবং তা স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক নিয়মেই সম্পন্ন হয়। এমনকি শিশুর ভাষা শেখার শব্দ সংখ্যা পূর্ণাঙ্গ ডিজিট দিয়ে শুরু হয়; যেমন বয়সভেদে ১ শব্দ, ২ শব্দ কিংবা ৩ শব্দের বাক্য সে আয়ত্ত করে। কিন্তু সে কখনোই ১ এবং অর্ধেক শব্দ কিংবা ২ এবং অর্ধেক বা পৌনে শব্দ সে আয়ত্ত করে না। জৈবিকভাবে শারীরিক গঠনের কারণেই ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে শিশুদের এমনটা হয়ে থাকে।

৭.৪ ভাষার মাধ্যমে কল্পনা প্রকাশ : সংজ্ঞাপন সম্পন্নের ক্ষেত্রে গ্যালিলিও বলেছেন, আমাদের অধিকাংশ গোপন চিন্তা একে অপরের সঙ্গে সম্পন্ন হয় ২৪টি ক্ষুদ্র বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এবং এ আবিষ্কারকে তিনি মানুষের সবচেয়ে বড়ো আবিষ্কার বলে উল্লেখ করেছেন। এর কিছুদিন পরেই

Port Royal Grammar-এর রচয়িতা একে marvelous invention নামে আখ্যায়িত করেছেন। মাত্র কয়েক ডজন সাউন্ড দিয়ে মানুষ যে অপরিসীম অনুভূতি ও কল্পনা প্রকাশ করে থাকে তা সত্যিই অবাক হওয়ার মতো। কিন্তু বর্তমান গবেষণায়, এটি আবিষ্কার কিংবা বিস্মিত হওয়ার মতো বিষয় নয় কিংবা সরাসরি এ সম্পর্কে কিছুই অবগত হওয়া যায় না; তা কেবল জৈবিক বিবর্তনের ফসল।

৭.৫ ভাষা প্রত্যঙ্গ সম্পর্কিত ভাবনা : ভাষা অনুষদ যৌক্তিকভাবেই 'ভাষা প্রত্যঙ্গ' (language organ) হিসেবে বিবেচিত। বিজ্ঞানীরা এটিকে শরীরের ইমিউন বা ভিজুয়াল বা সারকুলেটরি সংশ্রয়ের মতোই মনে করেন। অরগান হলো শরীরের এমন একটা উপাদান যা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করলে তার কার্যকারিতা থাকে না। এটি বহুবিধ সংশ্রয়ের সমন্বয়ে গঠিত সংগঠন। শরীরের একটি উপাদানের সঙ্গে অন্যটির স্বাতন্ত্র্য এবং তাদের যোগাযোগের ভিত্তিতেই এই জটিল সংশ্রয় সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। ভাষা অনুষদ অধ্যয়নের ক্ষেত্রেও এভাবেই আমাদের অগ্রসর হতে হয়।

ভাষা অনুষদের বিকাশ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে মানুষের জিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই জিন প্রত্যেক ভাষায় দুটি ধাপে সম্পন্ন হয়– প্রাথমিক পর্যায় (initial state) ও অভিজ্ঞতার পর্যায় (the course of experience)– 'Initial state as a language acquisition device– an output that is internally represented in the mind/brain' (Chomsky, 2004 : 4)। প্রাথমিক পর্যায়টি প্রত্যেক শিশুর জন্য একটি সাধারণ ব্যাপার। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনো শিশু যদি টোকিওতে জন্মগ্রহণ করে তবে সে সেখানকার অন্যান্য শিশুর মতো জাপানি ভাষায় কথা বলবে। অন্যান্য ভাষার জন্যও এ-কথাটি সমভাবে প্রযোজ্য। প্রত্যেক শিশুর ক্ষেত্রে ভাষা-অর্জনে প্রাথমিক পর্যায়ে এই সত্যটি সহজেই প্রতিভাত হলেও ভাষা-অর্জনের ক্ষেত্রে জিন কীভাবে প্রতিনিধিত্ব করে কিংবা পরবর্তী পর্যায়ে তার ভূমিকা কতটা এসব প্রশ্নের উত্তর প্রদান ততটা সহজ নয়। অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এসব প্রশ্নের কিছুটা উত্তর দেওয়া সম্ভব হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুসন্ধানের এলাকা চিহ্নিত করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

৭.৬ বোধগত মনোবিজ্ঞান (cognitive psychology) সম্পর্কিত অন্বেষা : সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ ষাটের দশকে একটি পরিবেশে প্রবর্তিত হয়। চমস্কি এটিকে বোধগত বা জ্ঞানমূলক উত্থান (cognitive evolution) বলে বিবেচনা করেছেন। এই অভিধাটি কতটা যথোপযুক্ত তা নিয়ে হয়তো বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু মানবমনের আচরণের ক্ষেত্রে এই ব্যাকরণের যে একটা ভূমিকা আছে তা নিঃসংশয়ে বলা যায়। ভাষার বৈশিষ্ট্য ও সংগঠন নিয়ে সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানে বিস্তর আলোচনা হয়েছে; কিন্তু মানুষের ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে মানবমনের সংগঠনের যে অপরিসীম সংশ্লেষ বিদ্যমান সেদিকটি প্রথম উন্মোচিত হয়েছে চমস্কির মনোগত (mental approach) পদ্ধতিতে। এই মনোগত পদ্ধতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলো মানুষের মস্তিষ্ক, তার অস্তিত্ব এবং কার্যাবলি। চমস্কির পূর্বে ভাষার সঙ্গে শারীরবৃত্তীয় বিষয়াদির অধিকাংশ আলোচনাই প্রাধান্য পেয়েছে জীববিজ্ঞানে। জ্ঞানমূলক উত্থানের মধ্য দিয়ে ভাষা আলোচনায় নতুন দিগন্তের সূচনা করেন চমস্কি। সতেরো ও আঠারো শতকে জ্ঞানজগতে বৈজ্ঞানিক ধারণার যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয় তার ফলস্বরূপ এই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা। ভাষার এই অপরিসীম

সম্ভাবনার বিষয়টি মনীষী ভিলহেলম ফন হামবোল্ড– 'the infinite use of finite means' (Chomsky, 2004 : 6) বলে অভিহিত করেছেন।

৭.৭ ন্যূনতম মাত্রিক তত্ত্ব (minimalist theory) সম্পর্কিত চিন্তা : ন্যূনতম মাত্রিক তত্ত্বে চমস্কি ভাষার গঠন ও অর্থ আলোচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। মস্তিষ্কের গঠনের সঙ্গে ভাষার সংগঠন কীভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে অর্থ প্রকাশ করে তার দিকটি উন্মোচন করা এ তত্ত্বের মূল লক্ষ্য। এ তত্ত্বে তিনি বাক্যতত্ত্বকে জটিলতা থেকে মুক্ত করার প্রয়াসী হয়েছেন। ভাষাতাত্ত্বিক বর্ণনায় তিনি বাক্যের অতিরিক্ত বিষয়গুলো বাদ দিয়ে অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াদি রাখার পক্ষে। তাঁর মতে, এ তত্ত্বে থাকবে একটি যৌক্তিক রূপ ও একটি ধ্বনিবৈজ্ঞানিক রূপ, যা সরাসরি যুক্ত থাকবে শব্দকোষের সঙ্গে (Chomsky, 1995)। এই তত্ত্ব সম্পর্কে র‍্যাডফোর্ড বলেছেন,

> The minimalist program for linguistic theory which he (Chomsky) has been developing is motivated to a large extent by the desire to minimize the acquisition burden placed on the child, and thereby, maximize the learnability of natural language grammars (Radford, 1997 : 6–7).

৭.৮ ভাষার ঔপাদানিক বিশ্লেষণ : এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার পার্থক্য হয় বিভিন্ন উপাদানের ভিত্তিতে। যেমন, বাংলা, জাপানি, চীনা, ল্যাটিন ও ইংরেজি ভাষার বিভিন্ন উপাদানের পার্থক্য সহজেই প্রতিভাত হয়। প্রথমে লক্ষিত হয় ধ্বনির পার্থক্য এবং পরবর্তী উপাদান হলো অর্থ যা ঐসব ধ্বনি বা শব্দের স্বেচ্ছাচারী অর্থ। রূপমূলের সম্প্রসারণগত উপাদানেও পার্থক্য আছে; যেমন– কারকের গঠন ল্যাটিনের কারক সংস্কৃতি বা ফিনিশীয় ভাষা থেকে। অনেক ভাষায় ধ্বনিতাত্ত্বিক অবস্থানও ভিন্ন। ভাষার সম্প্রসারিত পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলি কোনো কোনো ভাষায় হ্রাস করেও ভাষার গঠন নির্ধারিত হয়েছে। এ কথা যদি সত্য হয় তাহলে শব্দভান্ডারে ভাষার বৈচিত্র্য খুব কমই সম্পন্ন হয়ে থাকে। ভাষার অভিধানে বা শব্দভান্ডারে তিনটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়–

ক. অর্থতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য যা অর্থতাত্ত্বিক ইন্টারফেসকে প্রকাশ করে।
খ. ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য যা ধ্বনিতাত্ত্বিক ইন্টারফেসকে প্রকাশ করে।
গ. এমন কিছু বৈশিষ্ট্য যা উপর্যুক্ত কোনো ইন্টারফেসকেই প্রতিনিধিত্ব করে না।

ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক সংগঠনে যেসব অর্থ আরোপিত হয় তা নানাভাবে অর্থ প্রকাশে সহায়তা করে। কিন্তু একই বিষয় প্রকাশে সব ক্ষেত্রেই একই ধরনের আর্থবৈশিষ্ট্য প্রযুক্ত হয় না। যেমন– সেলিম ও আশরাফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার থেকে টলস্টয়ের *ওয়ার অ্যান্ড পিস* গ্রন্থটি উত্তোলন করলো। বস্তুগত বিশ্ব ধারণায় হয়তো দুটি ভিন্ন বইকে নির্দেশ করবে কিন্তু বিষয়গত ও তথ্যগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তা অভিন্ন বই। আবার বিমূর্ত ভাবনার দিক থেকে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে দুজনে একই বই পাঠ করলেও তার অর্থ দুজনের নিকট একই অর্থ উৎসারিত নাও হতে পারে। কাজেই ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক গঠন ও অর্থগত চারিত্র্য যে সবসময় তার কনটেন্টকে প্রকাশ করবে তা নয়; এর বাইরেও দার্শনিক অনেক দৃষ্টিভঙ্গি এখানে প্রতিভাত হতে পারে।

৭.৯ ভাষার প্রতিসরণ : কিছু বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মানব ভাষার ব্যাকরণিক নিয়মকানুন রূপান্তর হয়। ভাষার এসব বৈশিষ্ট্য খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। প্রথাগত ব্যাকরণে এসব প্রত্যয় নানাভাবে আলোচিত হয়েছে যা ভাষার উপরিতলে সহজেই পরিলক্ষিত হয়। এসব প্রশ্ন আবার ভিন্নভাবে মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। ভাষায় কম্পিউটারের ব্যবহার বিষয়টিকে আরও নতুনত্ব দান

করেছে। সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের উদ্ভবের পর থেকে কম্পিউটারে ভাষার এই ব্যবহার দুদিক থেকে বিবেচ্য–

ক. ফ্রেইজ-স্ট্রাকচারস রুলস, যা গঠিত হয়েছে ভাষার বাক্যিক উপাদান থেকে এবং এটি ভাষার লেক্সিক্যাল উপাদানের চাইতে বড়ো।
খ. রূপান্তর সূত্র, যার পরিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

মানুষ প্রতিদিন তার ব্যবহৃত ভাষার নিয়মকানুনের সঙ্গে প্রসঙ্গ অনুযায়ী ভাষার উপাদানের রূপান্তর ঘটায়। দানীউল হক বলেছেন, 'প্রসঙ্গান্তর-সংশ্লিষ্ট ভাষার এই প্রপঞ্চটিকে বলা হচ্ছে প্রতিসরণ (displacement)। কোনো কোনো প্রাণীর অভিব্যক্তিতে এর অত্যন্ত দুর্বল প্রতিরূপ থাকলেও মানবভাষায় এই প্রপঞ্চটি যে উৎকৃষ্টতায়/কার্যকারিতায় রয়েছে তা তার প্রাণীর অভিব্যক্তিতে কোনোভাবেই সম্ভব নয় (দানীউল, ১৯৯৪ : ১৬)।

৭.১০ বিশ্বজনীন বা সর্বজনীন ব্যাকরণ (universal grammar) তত্ত্ব : আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে সর্বজনীন ব্যাকরণ ধারণাটি প্রদান করেছেন আব্রাহাম নোয়াম চমস্কি। সর্বজনীন ব্যাকরণে কিছু নিয়ম সংশ্লিষ্ট যা প্রত্যেক শিশু প্রকৃতিগতভাবে পেয়ে থাকে। 'সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ বিশ্বাস করে যে শিশুরা মানব ভাষার সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সহজাত জ্ঞান নিয়ে জন্মগ্রহণ করে (হুমায়ুন, ১৯৯৪ : ১৬৮)। শিশুর মনোবৈজ্ঞানিক বিকাশের সঙ্গে এই ব্যাকরণের সাদৃশ্য বিদ্যমান। এটিকে আবার মানসিক ব্যাকরণ (mental grammar) নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। সে হিসেবে এটি নির্দেশমূলক, বর্ণনামূলক ও প্রায়োগিক ব্যাকরণের সঙ্গে বৈপরীত্য প্রকাশ করে থাকে।

মানব ভাষায় সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। চমস্কি এসব বৈশিষ্ট্যকে দুভাগে ভাগ করেছেন–

ক. বিষয়গত সর্বজনীনতা (substantive universal) : প্রত্যেক মানব ভাষায় আছে কিছু পরিমাণে ধ্বনি, শব্দ, বিশেষ্য, ক্রিয়া, বিশেষণ প্রভৃতি পদ। এছাড়া প্রত্যেক ভাষায় আছে বিবৃতি, প্রশ্ন, বিবরণ, আদেশ, উপদেশ দেওয়ার কিছু উপায়। শিশু এসব বিষয়ের জ্ঞান জন্মগতভাবেই লাভ করে থাকে।

খ. রৌপ বা সূত্রগত সর্বজনীনতা (formal universal) : বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণে নানারকম সূত্র থাকে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এসব সূত্রের মধ্যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যের মিল বা সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। চমস্কি এটিকে সূত্রগত সর্বজনীনতা বলে আখ্যা দিয়েছেন। পৃথিবীর সব ভাষারই রূপান্তর, সৃষ্টিশীল এবং এসব ভাষার সূত্র প্রয়োগের জন্য পূরণ করতে হয় কিছু না কিছু শর্ত (হুমায়ুন, ১৯৯৪)।

৮. চমস্কীয় তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা

ভাষার উৎপাদনশীলতা ও সৃজনশীলতাকে গুরুত্ব দিয়ে চমস্কি তাঁর ব্যাকরণে ভাষাচর্চায় নতুন ধারণার অবতারণা করেছেন। চমস্কির ভাষিক ব্যক্তিবোধ (linguistic subjectives) ও সৃজনশীলতার মধ্যে একটি সরাসরি সম্পর্ক বিদ্যমান। এটি সাধারণ ভাষা ব্যবহারের উৎপাদনশীলতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। চমস্কি-প্রবর্তিত সৃজনশীলতা ও ভাষিকবোধের বিবেচনায় মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বের নিবিড় সম্পর্ক লক্ষণীয়। তিনি মনে করেন, ভাষাতাত্ত্বিক উৎপাদনশীলতা ব্যাখ্যার জন্য ভাষা ব্যবহারকারীর মনস্তাত্ত্বিক ব্যাকরণ সম্পর্কে ধারণা থাকা আবশ্যক। এ থেকে

সহজেই অনুমেয় ভাষিক উৎপাদনশীলতার ভিত্তিতে চমস্কির মনস্তাত্ত্বিকতা ও সৃজনশীলতার মধ্যে একটি সমন্বয় রেখা টানা সম্ভব (আসাদুজ্জামান, ২০১৩)। ভাষাবোধের এই মনস্তাত্ত্বিক বিবেচনা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না এবং এটিকে অবশ্যই বিবেচনায় পুনঃস্থাপন করা উচিত। ভাষা ব্যবহারকারীর ভাষিক উৎপাদনশীলতার সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাকরণের একটি যোগসূত্র আছে। চমস্কি ভাষাবোধ ও সৃজনশীলতার মধ্যে সম্পর্ক দেখিয়েছেন এবং এর ভিত্তিতে তিনি মনস্তাত্ত্বিক দিকের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর এই ধারণা পুনঃচর্চা ও পুনর্মূল্যায়নের দাবি রাখে। চমস্কি বলেছেন, ভাষা ব্যবহারকারীর মনোজৈবিক অবস্থা বিবেচনা করে তার ভাষার বিচার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। তিনি ভাষার সৃজনশীলতাকে ব্যক্তির ভাষার ধারণার সঙ্গে সম্পর্ক দেখিয়েছেন। এ বিবেচনায় মনে হয় চমস্কি ভাষাবিজ্ঞানকে মনোবিজ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে গণ্য করতে চেয়েছেন (Agostion, 1986)।

৮.১ চমস্কির নতুন ধারণা ও এর সীমাবদ্ধতা : ভাষাবিজ্ঞানে চমস্কির ব্যাকরণ নতুন ধারণার জন্ম দিলেও তা সর্বাংশে প্রতিষ্ঠিত সত্য নয়। তাই এ সম্পর্কে নতুন অন্বেষার দাবি রাখে। এ প্রসঙ্গে নিচের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য–

> অভূতপূর্ব নতুন ব্যঞ্জনায় চিহ্নিত এবং উদ্ভাবিত উৎপাদনী ব্যাকরণের তৃতীয় পর্যায় ভাষা বিবেচনায় চমস্কির এক বিস্ময়কর অবদান। ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত 'Syntactic Structures' গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি আধুনিক ভাষাতত্ত্বে সবচেয়ে প্রভাব সম্পন্ন এবং বিতর্কিত তত্ত্ব 'Transformational Generative Grammar' (T.G) উপস্থাপিত করেন (দানীউল, ২০০০)।

৮.২ শিশুর ভাষাপ্রোগ্রাম তত্ত্বে চমস্কি ও অপরাপর ধারণা : চমস্কির ব্যাকরণে মানুষ জন্মগতভাবে কোনো প্রকার ভাষাজ্ঞান দ্বারা সমৃদ্ধ থাকে কি না বা ভাষার সূত্রসমূহ নিয়ে কোনো শিশু জন্মগ্রহণ করে কি না তা নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। তিনি তাঁর সূত্রের সপক্ষে বলেছেন, জন্মের সময় একটি শিশু বিশ্বব্যাকরণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এটা এক ধরনের প্রোগ্রাম যা জন্মসূত্রে (genetically) পেয়ে থাকে। কিন্তু সবসময় এই সিদ্ধান্তের পক্ষে অবস্থান নেওয়া যায় না। কারণ একটি শিশু জন্মের পরেই যদি ভাষার ব্যাকরণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তাহলে সব শিশুর ভাষা বিকাশ একই রকম হয় না কেন। তবে এ-কথা ঠিক জন্মের সময় শিশু কিছুটা ভাষার প্রোগ্রাম বা সূত্র নিয়ে জন্মগ্রহণ করে যা ভাষা-অর্জনের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে।

৮.৩ চমস্কির ভাষা-অর্জন তত্ত্ব ও এর প্রাসঙ্গিকতা : চমস্কির ভাষা-অর্জন তত্ত্ব নিয়েও প্রশ্নের অবতারণা করেছেন অনেক ভাষাবিজ্ঞানী। তাঁদের মতে, ভাষা-অর্জন প্রক্রিয়া একটি জটিল প্রক্রিয়া কাজেই এই বিতর্কের সুরাহা এত সহজেই সম্ভব নয়। মনোভাষাবিজ্ঞানী আশা করেছেন, 'ভাষাবিজ্ঞানের ভাষাঅর্জন (Language Acquisition) এর উপশৃঙ্খলার আওতায় ক্রমে আরো অধিক পরিমাণে বিভিন্ন ভাষার ওপর গবেষণা করে এর জবাব খোঁজা যেতে পারে' (দানীউল, ১৯৯৫ : ৪১)।

চমস্কি বলেছেন, শিশু ভাষা আয়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে ভাষা সংগঠনটিও সে বিমূর্ত প্রক্রিয়ায় শেখে। এ সম্পর্কে অনেকেই ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। মারাতোস এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

> I think : we can gain much for the natural account of many acquisitions by discarding the assumption that the child necessarily formulates grammars

> in which the same logical relations receive identical underlying grammatical representations in all related sentential constructions. Rather, the child can devise close to surface accounts in which identical logical relations can be captured systematically by a number of different semantic and grammatical devices. (Michael, 1978 : 263)

৮.৪ মিনিম্যালিস্ট থিওরি : চমস্কি *গভর্নমেন্ট এন্ড বাইন্ডিং থিওরি* গ্রন্থের অব্যবহিত পরে রচনা করেন *মিনিম্যালিস্ট থিওরি*। এ-তত্ত্বে তিনি ভাষার বাক্যকে যান্ত্রিক পর্যায়ে উপনীত করেছেন। অনেকে মনে করেন, গণিতের সূত্রের দ্বারা প্রভাবিত এই সূত্র তিনি ভাষাবিজ্ঞানে প্রয়োগ করেছেন বলে বোধগম্যজটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। 'অবশ্যি কোন কোন ভাষাবিজ্ঞানী বলেছেন মিনিম্যালিজম কোন তত্ত্ব নয়, রিসার্চ প্রোগ্রাম' (শহীদুজ্জামান, ২০১৭ : ভূমিকা)।

৮.৫ ভাষার বিচ্ছিন্নতা : 'চমস্কি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, ভাষা অন্যান্য সব কিছু থেকে এবং চিন্তার পূর্বতন রূপ থেকে বিচ্ছিন্ন; প্রত্যেকটি বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা বা ক্রিয়াই একটি পৃথক রাজ্য বা আয়ত্ত-এলাকা– হয়তো তার অবস্থান মস্তিষ্কের ভিন্ন অঞ্চলে' (দানীউল, ২০১১ : ১৪৯)। জেনেভা ঘরানার মনস্তাত্ত্বিক জ্যঁ পীয়াযে এ মতের সঙ্গে পুরোপুরি একমত পোষণ করেননি। তিনি বরং বলেছেন, একেবারে শিশু বয়সের সুনির্দিষ্ট জ্ঞানমূলক আচরণ এবং ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আপেক্ষিকতা বা পারস্পরিক সম্পর্ক দেখানো বেশ কঠিন। এক্ষেত্রে নিচের উক্তিটির সারবত্তা সহজেই প্রতিভাত হয়–

> ভাষা শেখার সাধারণ প্রকৌশলের মধ্যে অনুকরণ অবশ্যই আসে; জ্ঞানমূলক সচেতনতা এবং সংগঠনপ্রাপ্ত প্রসম্ভারও ভাষা আয়ত্তকরণের নির্দিষ্ট ধারা পরিচালনায় স্ব-স্ব ভূমিকা পালন করে। এই সকল উৎপাদের পারস্পরিকতার জট মুক্তকরণের মধ্যেই মনে হয় শিশুর ভাষা আয়ত্তকরণ তথা 'প্রথম ভাষা অর্জন' গবেষণায় ভবিষ্যতের প্রধান উদ্দিষ্ট নিহিত (দানীউল, ২০১১ : ১৫১)।

৮.৬ ভাষাবোধের ব্যাকরণ : চমস্কি প্রস্তাব করেছেন ভাষাবোধের ব্যাকরণ। তিনি এ ব্যাকরণে গভীরতল ও উপরিতলের যে ধারণা দিয়েছেন তা নতুন কিছু নয়। কারণ তাঁর এই প্রস্তাবিত তত্ত্ব সতেরো শতকে ফরাসিদেশের পোর রাইআল যাজক পণ্ডিতদের রচনা গ্রামার জেনেরাল রেজোনের প্রস্তাবিত অন্তরতল ও বহির্তলের অনুরূপমাত্র (হুমায়ুন, ১৯৯৪)।

চমস্কির বিশ্ব ব্যাকরণ বা সীমিত সংখ্যক ব্যাকরণ সূত্রের অসীম সৃষ্টিশীল বা সঞ্জননী ক্ষমতা এর কোনোটিই চমস্কির আবিষ্কার নয়। এর পূর্বেও এ বিষয়ে কোনো কোনো ভাষাবিজ্ঞানী আলোচনা করেছেন। প্রাচীন বিশ্বের এবং বর্তমান বিশ্বেরও বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ পাণিনি (খ্রি.পূ. ৩০০) অনেক আগেই সীমিত সংখ্যক সূত্রের সাহায্যে সম্পূর্ণ সংস্কৃত ব্যাকরণ অষ্টাধ্যায়ীর বর্ণনা দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। মধ্যযুগে প্যারিসের পোর্ট রয়ালের বৈয়াকরণেরা এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভিলহেলম ফন হামবোল্ড ভাষার সীমিত উপাদানের অসীম ব্যবহারের সম্ভাব্যতার কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন যে বিভিন্ন ভাষার একাধিক কাঠামো একটি সাধারণ বিশ্বকাঠামোতে মিলে যেতে পারে (শিশির, ১৯৯৮)।

চমস্কি তাঁর ব্যাকরণে ভাষাবোধ ও ভাষাপ্রয়োগের যে ধারণা দিয়েছেন তা বহুকাল পূর্বেই ভাররো উল্লেখ করেছেন।

খ্রাক্সের সমকালীন ব্যাকরণবিদ মার্কস তেরেনতিউস ভাররো (খ্রি.পূ. ১১৬–২৭) রচনা করেন বিখ্যাত দে লিঙ্গুয়া লাতিনা (De Lingua Latina) নামে পঁচিশ খণ্ডের এক লাতিন ভাষার ব্যাকরণ। তিনি ভাষার শব্দ, শব্দের ব্যুৎপত্তি, শব্দরূপ আলোচনায় অবদান রেখেছেন। তিনি লাতিনের শব্দরূপ আলোচনা করে দেখান যে ভাষার মধ্যে একটা শৃঙ্খলা রয়েছে এবং তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হন ভাষায় শাশ্বত স্বর্গীয় একটা ব্যাপার আছে। তিনি মনে করতেন শব্দ হচ্ছে ক্ষুদ্রতম একক তার আর বিভাজন সম্ভব নয়। শব্দরূপ আলোচনায় তিনি ব্যবহার করেন দেকলিনাতিও বা শব্দরূপ। ধ্বনিপরিবর্তনের ফলে শব্দের যে রূপের পরিবর্তন হয় তা বোঝাতে তিনি এই অভিধা প্রয়োগ করেন। তিনি ভাষার মূর্তরূপ ও বিমূর্ত রূপ নিয়েও আলোচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর মূর্ত ও বিমূর্ত রূপ পরবর্তীকালে সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের জনক ফার্দিনান্দ-দ্য-সোস্যুর ও সঞ্জননী ব্যাকরণের জনক নোয়াম চমস্কির ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। তাঁর এই চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বহু শতাব্দী পর সোস্যুর ব্যবহার করেন লগ ও প্যারোল এবং চমস্কি ব্যবহার করেন ভাষাবোধ ও ভাষাপ্রয়োগ অভিধা (হুমায়ুন, ১৯৯৪)।

চমস্কি ভাষাবোধের ব্যাকরণের উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন ভাষাবোধ ও ভাষাপ্রয়োগের মাধ্যমেই ভাষী তাঁদের সংজ্ঞাপন সম্পাদন করতে পারবে। মানুষ যা জানে তার বড়ো অংশ ভাষিক জ্ঞান নয়, বিশ্ব-সম্পর্কিত জ্ঞান। মানুষের সমস্ত জ্ঞান ভাষাবিজ্ঞান বা অর্থবিজ্ঞান দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় বলে জে আর ফার্থ উল্লেখ করেছেন এবং তিনি এই বৈশ্বিক জ্ঞানকে বলেছেন পটভূমিক জ্ঞান (background knowledge)। বিশ্বজ্ঞান খুবই প্রয়োজন। এ জ্ঞান ভাষাপ্রয়োগের বিষয়, ভাষাবোধের ব্যাপার নয়। সাম্প্রতিক আর্থ তত্ত্বসমূহ তাই পরিস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাষার অর্থ ব্যাখ্যা করতে বেশি আগ্রহী (Geoffrey, 1974 : 80)।

৮.৭ চমস্কির ব্যাকরণ কল্পনাপ্রবণ : চমস্কির ব্যাকরণে কল্পনাবোধ ও সূত্রের আতিশয্যের ব্যবহার লক্ষণীয়। তাই এ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

> চমস্কির প্রক্রিয়া বিভাজন প্রক্রিয়া ও বাক্যতত্ত্বীয় যৌক্তিক কল্পনা দ্বারা প্রভাবিত। সমকালীন ভাষার তথ্যের বিভিন্ন পর্যায় বিশ্লেষণে রূপান্তরমূলক ব্যাকরণবিদরা বিশ্বাসী। তাদের মতে ভাষার ব্যাকরণ হচ্ছে সূত্রের প্রক্রিয়া বিশেষ। এজন্যে ভাষা বিশ্লেষণে একটার পর একটা সূত্র প্রয়োগ করা হয়ে থাকে (আবুল কালাম, ২০০২ : ১৪৩)।

৮.৮ জ্ঞানমূলক মনোবিজ্ঞান (cognitive psychology) : জ্ঞানমূলক মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে চমস্কি বলেছেন, ভাষাবিজ্ঞান হলো জ্ঞানমূলক মনোবিজ্ঞানের একটি শাখা। বিষয়টির সপক্ষে তিনি দুটি মৌলিক নীতি গ্রহণের কথা বলেছেন– ক. পর্যবেক্ষণমূলক যাথার্থ্য (observstional psychology) ও খ. বর্ণনামূলক যাথার্থ্য (descriptive psychology)।

পর্যবেক্ষণমূলক যাথার্থ্যে নির্দেশ করা হয়েছে যেকোনো ভাষার ব্যাকরণ ঐ ভাষার সমুদয় বাক্য ব্যাখ্যা করতে পারে এবং তা অবশ্যই শুদ্ধ বাক্য নির্মাণ করতে সক্ষম। এই সূত্র বাক্য দ্বারা যদি অপর কোনো শুদ্ধ বাক্য বিধ্বস্ত করে তবে এই শুদ্ধ বাক্যও গ্রহণীয় হবে না। ব্যাকরণের এরূপ বাক্য অবশ্য অত্যাবশ্যক। কিন্তু বাস্তবে চমস্কির পর্যবেক্ষণ মানদণ্ডে তা উল্লিখিত হয়নি। বর্ণনামূলক যাথার্থ্যে বলা হয়েছে একটি ভাষার সম্ভাব্য অনেকগুলো ব্যাকরণ থাকা উচিত। ভাষাব্যবহারকারীরা মাতৃভাষা অনুযায়ী স্বীকৃত ব্যাকরণটি দ্বারা গ্রহণ করে থাকেন। এর মূল কথা হলো মনস্তাত্ত্বিকভাবে বাস্তব ও সম্ভাব্য ব্যাকরণ তৈরি করতে সক্ষম এরূপ ধারণা প্রকাশেই বর্ণনামূলক যাথার্থ্য প্রয়োগ হয়ে থাকে। চমস্কির এ ধারণাটিও বিশেষভাবে সমালোচিত হয়েছে।

কারণ কোনো কিছু মনস্তাত্ত্বিকভাবে বাস্তব হওয়া দুষ্কর। এ সম্পর্কে নিচের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য–

> ব্যাকরণ কথাটিকে, আসলে, চমস্কি দুদিক থেকে বদলযোগ্যভাবে গ্রহণ করেন এবং বোঝাতে চান। এক : কোনো ব্যক্তির আত্মস্থ সূত্রাবলি, দুই : কীভাবে এই সূত্রাবলি কাজ করে সে-সম্পর্কে ভাষাবিজ্ঞানীর অনুমান বা ধারণার (guess)। এই কারণেই তিনি দাবি করেছেন যে, ভাষাবিজ্ঞান হলো ধারণা-সংক্রান্ত বা জ্ঞানমূলক মনস্তত্ত্ব (cognitive psychology)-এর শাখাবিশেষ। অবশ্য এই দাবি যথেষ্ট বিতর্কের সম্মুখীন হয়েছে (দানীউল, ২০০২ : ২৪৬)।

৮.৯ সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্ব (generative phonology) : ১৯৬৮ সালে নোয়াম চমস্কি এবং মরিস হ্যালে সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বের ধারণা প্রদান করেন। এতে উল্লেখ করা হয় কোনো ভাষার উচ্চারণে ধ্বনিগুলির পরিবর্তনের মানদণ্ড। তাঁরা দাবি করেন যে, এই পরিবর্তন ঐতিহাসিক ধ্বনিপরিবর্তন থেকে স্বতন্ত্র। যেমন, এক কথাটির অ্যা ধ্বনিটি 'একটি' বা 'একটু'তে 'এ' হয়ে যায়। শব্দের সঙ্গে প্রত্যয় বা বিভক্তি সংযুক্তির ফলে তার প্রভাবে এমনটা ঘটে থাকে। এই পরিবর্তন লক্ষিত হয় ভাষার শব্দ ও পদের ক্ষেত্রে। চমস্কি ও হ্যালে সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বে ধ্বনি পরিবর্তনের যে রূপরেখা দিয়েছেন তাতে মৌলিকত্বের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। কারণ এ বিষয়টি প্রথাগত ও ঐতিহাসিক ব্যাকরণে যথাক্রমে ধ্বনি পরিবর্তন ও ঐতিহাসিক ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনার রূপান্তর মাত্র। পবিত্র সরকার (২০১২) বলেছেন, 'অনেকেই সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বকে প্রথাগত রূপধ্বনিতত্ত্বের (morphophonemics) একটি পরিশীলিত ও বিস্তারিত রূপান্তর মনে করেন' (পৃ. ১১৮)।

৮.১০ সঞ্জননী বাক্যতত্ত্বের সীমাবদ্ধতা : ভাষাবিশ্লেষণে চমস্কি প্রবর্তিত সঞ্জননী বা সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের বাক্য বিশ্লেষণের ধরন ও বৈশিষ্ট্যভিত্তিক অপূর্ণতা পর্যবেক্ষণ করে বোধগত ভাষাবিজ্ঞানীরা (cognitive linguists) ভাষাবিশ্লেষণের জন্য নিম্নোক্ত প্রস্তাব দিয়েছেন–

১. সঞ্জননী ব্যাকরণে বর্জিত ভাষিক উপাদানসমূহ যথা– বাগধারা, রূপক ও নিয়মের ব্যতিক্রমসমূহও বিশ্লেষণের আওতাভুক্ত করে।
২. ভাষিক উপাত্ত হিসেবে ভাষাবিজ্ঞানীর স্বজ্ঞা হিসেবে বিমূর্ত বাক্য বা বাক্যিক উপাদান নয়, বরং প্রকৃত ভাষীর উক্তি বা যেকোনো স্বাভাবিক উক্তিমালাভুক্ত দীর্ঘ বাক্যও অন্তর্ভুক্ত করে।
৩. ভাষার সর্বজনীন ধারণা লাভের পাশাপাশি নমুনাগত স্বাতন্ত্র্যকে বিশ্লিষ্ট করার জন্যে যত বেশি সংখ্যক ভাষার ওপর গবেষণাকর্ম সম্পাদন করে।
৪. ভাষার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যাদি উদ্‌ঘাটনের লক্ষ্যে ভাষিক উপাদানের ব্যাখ্যা ও বর্ণনার সময় আচরণবিজ্ঞান ও বোধবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি ও তত্ত্ব-পদ্ধতিরও আশ্রয় নেয়।
৫. সর্বোপরি, মানব ভাষার বিভিন্ন প্রতীক-এককের সাংগঠনিক তালিকা (structured inventory of symbolic units) তৈরি করে (উল্লেখ, হাকিম, ২০১২ : ৩৫০)।

৮.১১ ভাষার মননশীলতা ও সৃজনীক্ষমতা : চমস্কির ব্যাকরণে দেখানো হয়েছে ভাষার মনস্তাত্ত্বিক বিষয়াবলি ও সৃষ্টিশীলতা। কিন্তু এ বিষয়টি নিয়ে প্রথম আলোচনা করেন দার্শনিক ও ভাষাবিজ্ঞানী হামবোল্ড। 'দার্শনিক ভাষাতাত্ত্বিক উইলহেলম ভন হামবোল্ডট (১৭৬৭–১৮৩৫) ভাষাবিচারে নতুন আদর্শ উপস্থাপিত করেন' (আবুল কালাম, ২০০২ : ১২১)। তিনি ভাষার সঙ্গে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিষয়টি আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

> Ihre Sprache ist ihr
> Geist und Ihr Geist Ihre Sprache (উল্লেখ, রামেশ্বর, ২০০৪)।
> মানুষের ভাষাই হলো তার আত্মা
> এবং তার আত্মাই হলো তার ভাষা।

মানুষের মধ্যে ভাষাসৃষ্টির যে অপরিসীম ক্ষমতা আছে তা তিনিই প্রথম উল্লেখ করেছেন। চমস্কি হামবোল্ডট-এর এই সৃজনীমূলক ব্যাকরণে তার গুরুত্বকে স্বীকার করেছেন– It is necessary to return to the Humboldtian conception of underlying competence as a system of generative process. হুমায়ুন আজাদ তাঁর *তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান* গ্রন্থে হামবোল্ডট সম্পর্কে লিখেছেন– 'হুমবোল্ডটকে ষাটের দশকে পুনরাবিষ্কার করেছেন রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের পুরোধা আব্রাহাম নোয়াম চমস্কি। হুমবোল্ডটের রচনা যদি সুবোধ্য ও সুশৃঙ্খল হতো তবে তিনিই হতেন আধুনিক ব্যাকরণের বা ভাষাবিজ্ঞানের সূচনাকারী। তিনি দার্শনিক ছিলেন, ভাষাবিজ্ঞান আলোচনায় তাই তিনি কেবল ইতিহাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন না। তিনি ভাষার সৃষ্টিশীলতার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি মনে করতেন যে ভাষাধিকার মানুষের সহজাত (হুমায়ুন, ২০০৪)।

৯. চমস্কীয় তত্ত্বে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি

দর্শনের ভাষাসংক্রান্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে ভাষাদর্শন শাস্ত্রে। ভাষায় দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির বিচার বিশ্লেষণই এ শাস্ত্রের প্রধান কাজ। চমস্কির আলোচনায় দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি সংগত কারণেই উপস্থিত। তবে তাঁর আলোচনায় দার্শনিকদের সমালোচনা হতে রক্ষা পায়নি। নিচে এ সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।

৯.১ ভাষার উৎপাদনশীলতা সম্পর্কিত মত : চমস্কি বিশ্বাস করেন সাধারণ ভাষা ব্যবহারের উৎপাদনশীলতা ব্যাখ্যাযোগ্য। তিনি বলেন, ভাষাবিদরা বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণ বিন্যাসের সহজাতভাবে ভাষা শিখতে সক্ষম হয়। এভাবে একজন ভাষা শিক্ষার্থী তার মাতৃভাষা আয়ত্ত করে। এ বিবেচনায় পরবর্তীকালে তাদের ভাষার ব্যাকরণ সংগঠন আয়ত্ত করতে পারে। কেননা, জৈবিকভাবেই তারা এ ভাষা ব্যাকরণসূত্র অর্জন করে। ভাষাব্যবহারকারীর জৈবিক সংগঠনের ভিত্তিতে ভাষার সৃজনশীলতার বিষয়টি ব্যক্তির জৈবিকগঠনের ওপর নির্ভরশীল বলে চমস্কির এ ধারণা প্রাথমিক পর্যায়ে বিবেচিত হতে পারে। কারণ এ ধারণা কোনো বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে না। চমস্কির ভাষাতাত্ত্বিক উৎপাদনশীলতা সাধারণ ভাষা আলোচনা ও বিশ্লেষণে পূর্ণাঙ্গ কোনো তথ্য জ্ঞাপন করে না। চমস্কি স্বাভাবিক ধারণার ভিত্তিতে সাধারণ ভাষা আলোচনায় গুরুত্ব নির্দেশ করেন। তিনি মনে করেন, ভাষা ব্যবহারকারীর সৃজনশীলতার ভিত্তিতে একজন ভাষাব্যবহারকারী নতুন নতুন বাক্য উৎপাদন ও উপলব্ধি করতে সক্ষম। এখানে ভাষা ব্যবহারের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি ভাষাব্যবহারকারীরা অভিজ্ঞতা অনুসারে যে সার্থক বাক্য তৈরি করে তা কেবল তাদের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল নয়। এখানে আরও নানা বিষয় সক্রিয়।

৯.২ সৃজনশীলতার প্রকৃতি (The Nature of Creativity) : সৃজনকৃত পণ্য অনেক সময় বিখ্যাত হয়। কারণ এ পদ্ধতিতে উৎপাদকের কোনো পূর্ব-ধারণা থাকে না এবং এর জন্য তিনি কোন সূত্রও তৈরি করেন না, যা দ্বারা উৎপাদনকারীর কর্মক্ষমতা নির্দেশ করা যায়। কান্টের মতে, যে সব উৎপাদিত দ্রব্যের নির্দিষ্ট কোনো সূত্র দেওয়া থাকে না, সেটিই হচ্ছে সৃজনশীল জিনিয়াস। টমাস (Thomas) বলেছেন, যেসব শিল্পী পূর্বতন কোনো ধারণা লাভ করে তার শিল্পকর্ম তৈরি করেন তাকে আমরা প্রকৃত শিল্পী বলে সাধুবাদ দিতে পারি না। কাজেই যেসব

দ্রব্য উৎপাদনে কোন পূর্বতন সূত্র বা অস্তিত্ব থাকে না তাকেই কেবল আমরা সৃজনকৃত প্রকৃত Novel হিসেবে গণ্য করতে পারি (আসাদুজ্জামান, ২০১৩)।

৯.৩ সমস্যা সমাধানের অন্তরায় (constraints on problem solving) : মানুষের সৃজনশীলতার সত্য স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে চমস্কির তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। Briskman-এর প্রস্তাব এখানে স্মর্তব্য : বৈজ্ঞানিক অথবা মৌলিক উৎপাদন সৃজনশীলতার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এটি সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে বের করে। নিকেল (Nickles) বলেছেন, সমস্যাকে নিয়মে পরিণত করা যায় না এবং এর অস্তিত্বও দেখানো যায় না (বুদ্ধিভিত্তিক সমাধানের উপায় ছাড়া)। তিনি মনে করেন এই অন্তরায় কেবল সমস্যা তৈরি করে না অনেকাংশে তারা একইসঙ্গে সমস্যার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে ও গঠনবিন্যাস নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ বৈজ্ঞানিক সমস্যার উল্লেখ করা যায়। এ সমস্যা বাধ্যকরণের মাধ্যমে সংজ্ঞায়ন করা যায় এর জন্য প্রয়োজন হয় প্রত্যাশিত তাত্ত্বিক Product-এর। নিকেল (Nickles) এর মতে, ... যা বিশেষ সমস্যাকে সংজ্ঞায়ন করে একটি নিদিষ্ট সীমানায় নিয়ে আসে তা মূলত সমস্যা সমাধানের দিক নির্দেশক বা সমস্যা সমাধানকারী হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে সমস্যার মাত্রানুযায়ী সমস্যা সমাধানের উপায়েরও পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটে (Agostion, 1986)।

৯.৪ সীমাবদ্ধতা প্রত্যাখ্যান (objections of limitationism) : চমস্কি সৃজনশীলতার যে তত্ত্ব দিয়েছেন তা পুরোপুরিভাবে বিবেচিত হতে পারে না। তাঁর বিবেচনায় সৃজনশীলতা unsympathetic। এটি সত্য কেননা, চমস্কি বলেছেন, ভাষাব্যবহারকারীর উৎপাদন যোগ্যতা অর্জন করতে ও বোধগম্যতাদানে এক ধরনের সৃজনশীলতা তৈরি করে। এ বিবেচনা থেকে চমস্কি বলেছেন, ভাষাব্যবহারকারী যেন সূত্রের পদ্ধতিগত ব্যবহারের নিয়ম আয়ত্ত করেন। চমস্কি কখনও বলেননি বা অস্বীকার করেননি যে, সৃজনশীলতার দক্ষতা ভবিষ্যবাচ্য (predictable) আচরণের ওপর নির্ভর করে। বৈজ্ঞানিকতাকে যদি অনুমাননির্ভর বলে ধরে নেওয়া হয় তবে মানুষের সব ব্যবহারই হবে ভবিষ্যবাচ্য। চমস্কি তখন বৈজ্ঞানিকতা হতে মুক্ত হতে পারবেন না, কেননা তিনি মনে করেন নিয়ম আশ্রিত আচরণ ভাষাতাত্ত্বিক সৃজনশীলতাকে পরিচালিত করে (Agostion, 1986)।

১০. উপসংহার

ভাষার নতুন দিগন্ত উন্মোচনে চমস্কিও 'New Horizons in the Study of Language' প্রবন্ধটি ভাষাবিজ্ঞান জগতে প্রবল আগ্রহের অবতারণা করেছে। পূর্বে অনুক্তের নানাবিধ প্রত্যয় এখানে পর্যালোচিত হওয়ায় ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে নতুন তত্ত্ব ও তথ্যের বিন্যাস ঘটেছে। কেবল তাত্ত্বিক আলোচনাই এখানে উল্লিখিত হয়নি; ভাষার প্রায়োগিক দিকের আলোচনাও স্থান পেয়েছে সুচারুরূপে। ভাষাবিজ্ঞান-সংক্রান্ত বিবেচনায় চমস্কির পূর্ব ধারণার সংযোজন ও নতুন ধারণার নবতর রূপও লক্ষ করা যায় এ প্রবন্ধে। বিষয়ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে তিনি এ ধারাবাহিকতাকেও আরও উপযোগী করে তুলেছেন। গবেষক, পাঠক ও ভাষা অনুরাগী মাত্রই প্রবন্ধটি পাঠ করে ভাষার বহুমুখী প্রপঞ্চ সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।

বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষিত হওয়ায় প্রবন্ধটির গুরুত্ব অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ভাষা আলোচনার পূর্ণরূপ উপস্থাপন করা দুরূহ ব্যাপার। কারণ ভাষা এমন একটি প্রত্যয় যার প্রতি পর্বে প্রশ্ন উত্থাপন করা চলে এবং এ সম্পর্কিত সার্বিক তত্ত্ব ও উপাত্ত

আদৌ সম্ভব কিনা তা নিয়ে চিন্তার অবকাশ রয়েছে। এ দিক থেকে বিচার করলে চমস্কির অন্বেষা একেবারেই স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা যায় না। তাই প্রবন্ধটির গ্রহণযোগ্যতার পাশাপাশি এর সীমাবদ্ধতা নিয়েও প্রশ্ন উত্থাপন করা অযৌক্তিক নয়।

সহায়কপঞ্জি

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ (২০০২)। *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

পবিত্র সরকার (২০১২)। 'সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্ব'। *প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, প্রথম খণ্ড। সম্পাদক : রফিকুল ইসলাম ও পবিত্র সরকার। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

বিনয় বর্মন (২০০৭)। *চমস্কীয় ব্যাকরণ বাংলা ভাষাকেন্দ্রিক বিশ্লেষণ*। ঐতিহ্য, ঢাকা।

মহাম্মদ দানীউল হক (১৯৯৪)। *ভাষাবিজ্ঞানের সূক্ষ্মতর প্রসঙ্গ*। বাংলা একাডমী, ঢাকা।

মহাম্মদ দানীউল হক (২০০২)। *ভাষাবিজ্ঞানের কথা*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

মহাম্মদ দানীউল হক (২০১১)। *নির্বাচিত ভাষাবিজ্ঞান প্রবন্ধ*। বাংলা একাডমী, ঢাকা।

মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান (২০১৩)। *ভাষাদর্শনের ইতিবৃত্ত*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

রামেশ্বর শ (২০০৪)। *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*। পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

শহীদুজ্জামান (২০১৭)। *চমস্কির মিনিম্যালিস্ট বাক্যবিজ্ঞান*। সাহিত্য বিলাস, ঢাকা।

শিশির ভট্টাচার্য্য (১৯৯৮)। *সঞ্জননী ব্যাকরণ*। চারু, ঢাকা।

হাকিম আরিফ (২০১২)। 'বোধগত ভাষাবিজ্ঞান'। *প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, দ্বিতীয় খণ্ড। সম্পাদক : রফিকুল ইসলাম ও পবিত্র সরকার। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

হুমায়ুন আজাদ (১৯৯৪)। *বাক্যতত্ত্ব*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

হুমায়ুন আজাদ (২০০৪)। *তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান*। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

Abraham Noam Chomsky (1995). *The Minimalist Program*. MIT press, Massachusetts.

Abraham Noam Chomsky (2004). *New Horizons in the Study of Language and Mind*. Cambridge University press.

Andrew Radford (1997). *Syntax : A Minimalist Introduction*. Cambridge University Press.

D. Agostion Fred (1986). *Chomsky's System of Ideas*. Clarendom Press, Oxford.

Geoffrey Leech (1974). *Semantics*. Penguin Books.

Michael Maratos (1978). 'New Model In Linguistics And Language Acquisition'. *Linguistic Theory and Psychological Reality*. Editors : Morris Halle and others. MIT Press, Massachusetts.

Robert de Beaugrande (1991). *Linguistic Theory : The Discourse of Fundamental Works*. Longman, London and New York.

T Riley Brian (2000). *Introduction to Psycho-Linguisitcs*. Cosmo Publication.